রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচারের বিষয়টি যেন ভুলে না যাই
ত্রাণের জন্য আগত তহবিলের হিসাব প্রকাশ করুন

এক বছর আগে, ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম গণহত্যা থেকে প্রাণ বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে কয়েক মাইল পথ পায়ে হেঁটে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। সেদিনের সেই অবর্ণনীয় ও অমানবিক কষ্টের কথা আমরা ভুলে যাইনি। আমাদের মনে আছে প্রতিদিন নৌকাডুবিতে শরণার্থীদের প্রাণহানীর কথা। আমাদের মনে আছে গুলিতে বা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধের কথা। মনে আছে ধর্ষিত নারী আর মেয়েশিশুদের ভয়ার্ত বেদনার্ত মুখগুলোর কথা। নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত প্রতিবেদনের মারফত আমরা জেনেছি, ২৫ আগস্টে সাড়ে সাত হাজারের বেশি রোহিঙ্গা নাগরিককে হত্যা করে মায়ানমার সামরিক বাহিনী ও তাদের দোসরেরা, যার মধ্যে কমপক্ষে ৭৩০ জন শিশু। অগণিত নারী ধর্ষনের শিকার হন। জীবন ও মান বাঁচাতে মরিয়া হয়ে তারা আন্তর্জাতিক সীমানা পার হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

আজ সেই ২৫ আগস্ট, ২০১৮। এক বছর অতিবাহিত হয়েছে। প্রায় দশ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী পলিথিনের ছাউনির নিচে ভয়াবহ গরমে, প্রবল বৃষ্টির মধ্যে মানবেতর জীবন যাপন করে চলেছে। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করছি, বিশ্ববাসী এই ভয়াবহ দুর্ভোগ চোখের সামনে দেখেও একটিবারের জন্য এর পেছনে দায়ী মিয়ানমার সামরিক বাহিনী ও সরকারকে অভিযুক্ত করছে না। একটিবারের জন্যও বলছে না, এই এক মিলিয়ন মানুষের নিজ গৃহে ফিরে যাবার অধিকার আছে। স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার আছে। একটিবারের জন্য কাউকে বলতে শুনছি না, প্রায় ৫ লক্ষ শিশুর একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার আছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাবার ও সুস্থ্য থাকার অধিকার আছে।

আমরা রোহিঙ্গা শরণার্থী আগমনের এক বছর অতিক্রান্ত হবার প্রাক্কালে স্মরণ করতে চাই, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই প্রায় দশ লক্ষ শরনার্থীর জন্য সীমানা খুলে দেবার নির্দেশ দেন। বাংলাদেশ সরকার শরণার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় বাসস্থানের ব্যবস্থা করে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী মানবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী সবার আগে খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ নিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে অনন্য নজির উপস্থাপন করে। জাতিসংঘসহ অনেক আন্তর্জাতিক ও ত্রাণ সংস্থা ত্রাণ ও অর্থ সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসে এবং শরণার্থীদের জীবন রক্ষা করে। আমরা সকল পক্ষের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ প্রকাশ করি।

একই সাথে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের দিকে আলোকপাত করি ও দাবি জানাই:

১. সবার আগে রাখাইন প্রদেশে সংঘটিত গণহত্যার জন্য এককভাবে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী ও সরকারকে অভিযুক্ত করে তাদেরকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের অধীনে ন্যায়বিচারের মুখোমুখী করতে হবে। বিশেষ করে, চীন, রাশিয়া, ভারত সহ সকল দেশকে এ ব্যাপারে দ্বিধাহীনভাবে এগিয়ে আসতে হবে ও মিয়ানমারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

২. জাতিসংঘকে শুধু ত্রাণ বিতরণ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই হবে না। রুয়ান্ডার অবহেলায় লক্ষ প্রাণের বিনাশের কথা স্মরণ করে মিয়ানমারের গণহত্যার ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে এবং দ্রুত সরেজমিন তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়াসহ, হত্যা, ধর্ষনের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিতে হবে।

৩. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক মর্যাদা পাবার অধিকার রয়েছে। তাদের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সকল পক্ষকে একসঙ্গে 'সামগ্রিক সমাজ এপ্রোচে' কাজ করার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ইতিমধ্যে তাদের কথা হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। সেজন্য এ ব্যাপারে এখনই কাজ শুরু করতে হবে।

৪. অত্যন্ত খেদের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অনেক সংগঠনের কাছে ত্রাণ বিতরণ ও অন্যান্য শরণার্থী সেবা প্রদান একটি বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। একটি মানবিক সাড়াপ্রদান নিয়ে বাণিজ্য অত্যন্ত গর্হিত কাজ। একারণেই দ্রুত একটি হিসাবে আসতে হবে- ইতিমধ্যে কত টাকা শরণার্থীদের নামে এসেছে এবং তার কত অংশ কোথায় ব্যয়িত হচ্ছে। গাড়ি, হোটেলসহ অন্যান্য বিলাসিতায় কত টাকা ব্যয় হচ্ছে আর শরণার্থীরা কী ধরনের সেবা পাচ্ছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ সহ পূর্ণ পরিসংখ্যান প্রদান করতে হবে। সকল হিসাব সরকারী/ বেসরকারী নীরিক্ষা (অডিট) এর আওতায় এনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫. নাফ নদীর ওপাড়ে তথা রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের নিজ গৃহে ফিরে যাবার জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর দায় বাংলাদেশ একা নিতে পারবে না, কারণ এর জন্য কোনোভাবেই বাংলাদেশ দায়ী নয়। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। জাতিসংঘের যৌথবাহিনীর নেতৃত্বে সেখানে রোহিঙ্গা বসবাসের মতো সম্পূর্ণ উপযোগী নিরাপদ পরিবেশ তৈরির কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে। বাংলাদেশের কূটনীতির সমঝোতার সুযোগ নিয়ে অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন বক্তব্য প্রদান থেকে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষকে বিরত থাকতে হবে।

কোস্ট ট্রাস্ট ও সিসিএনএফ (কক্সবাজার সিএসও এনজিও ফোরাম)
সচিবালয়: বাড়ি ১৩, সড়ক ২, শ্যামলী ১২০৭, ঢাকা, বাংলাদেশ। ফোন: ০২-৫৮১৫০০৮২, ৯১২০০৩৫৮, ৯১১৮৪৩৫,
ইমেইল: info@coastbd.net ওয়েব: www.coastbd.net, www.cxb-cso-ngo.org
কক্সবাজার সচিবালয়: বাড়ি ৭৫, সড়ক ২, ব্লক এ, লাইট হাউজ আবাসিক এলাকা, কলাতলী, কক্সবাজার।